দ্বিতীয় সেমিস্টার

সাধারণ (General) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

Subject: DC/GE Bengali

201-BNGG-C-2

এই পত্রের আজ দ্বিতীয় ক্লাস। প্রথম ক্লাসে ‘ভাষা’, ‘বর্ণ’, ‘বর্ণের শ্রেণি বিভাগ’ ও ‘স্বরবর্ণ’ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা পড়ব ‘ব্যঞ্জনবর্ণ’ নিয়ে।

ভাষা

‘ব্যঞ্জনবর্ণ’

আমরা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ ইত্যাদি — এই বর্ণগুলিকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলি। বর্ণগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

ক — ক+অ

খ — খ+অ

গ — গ+অ

ঘ — ঘ+অ

অর্থাৎ প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে আছে। স্বরধ্বনি বাদ দিয়ে এই বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করা যাবে না। তাই ‘ব্যঞ্জনবর্ণের’ পরিচয়ে বলা হয় - যে ধ্বনি স্বর-ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না এবং সাধারণত যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়ে থাকে, তাকে ‘ব্যঞ্জনধ্বনি’ (Consonant Sound) বলে — আর ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে ‘ব্যঞ্জনবর্ণ’ বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ছত্রিশটি — ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ঙ - এছাড়া তিনটি অতিরিক্ত চিহ্ন অনুস্বর, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু।

শব্দ

আমরা বাংলা বর্ণমালার পরিচয় পেলাম। বর্ণমালার আলোচনার পর আমরা এখন দেখব বর্ণের সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক বা ‘শব্দ’-এর পরিচয়। একটি অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে এমন একটি বা কয়েকটি বর্ণের মিলিত রূপ হল ‘শব্দ’।

আমি — আ+ম+ই — এখানে তিনটি বর্ণ আছে।

আ-মি — কোনও অর্থ প্রকাশ করতে পারেনি, তাই শব্দ নয়।

ফুটবল — ফ+উ+ট+ব+ল — পাঁচটি বর্ণের মিলনে একটি অর্থকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পেরেছে — তাই এটি একটি শব্দ।

ফুট-বল — এভাবে দুবার ভেঙে উচ্চারণ করলে কোনও সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না — তাই এটি শব্দ নয়।

পদ

আমরা সাধারণত ‘পদে’র পরিচয় নিয়ে ভাবি না। কিন্তু বাক্য গঠনে ও বাক্যে বস্তুব্যের অর্থ ঠিক করতে পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পদের পরিচয় আলোচনা করার আগে আমাদের প্রচলিত কথা-বার্তা থেকে পদের ব্যবহার কীভাবে করা হয় তা দেখাবো। উদাহরণ —

বাক্য	আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি।					
পদ	আমরা	প্রতিদিন	সকালে	ঘুম	থেকে	উঠি
পদের গঠন	আমি > আমরা — বহু বচন	প্রতি- দিন — উপসর্গ	সকাল+এ	ঘুম+০ - ক্রিয়া	থেকে	ওঠা > উঠি — নিত্য বর্তমান কাল ও ক্রিয়া

উপরের বাক্যটিতে ‘ঘুম’ ও ‘উঠি’ কোন কাজ করাকে নির্দেশ করছে। অন্যান্য প্রতিটি শব্দ — লিঙ্গ-বচন-কাল-পুরুষ ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিভক্তি বা উপসর্গ বা অনুসর্গ যুক্ত হয়েছে। একটি শব্দ এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ আর এক থাকছে না।

বাক্যের ব্যবহারের উপযুক্ত এবং বিভক্তি বা উপসর্গ বা অনুসর্গ যুক্ত শব্দকে বলে ‘পদ’। শব্দ দিয়ে নয় এই পদ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়।

পদের শ্রেণিবিভাগঃ

ক) বিশেষ্য — কোন কিছুর নাম বোঝায়। যেমন — রাম, গরু, গাছ, পাহাড়।

খ) বিশেষণ — কোন কিছুর দোষ, গুণ, ভালো, মন্দ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন — রাম ভালো ছেলে। গাছটি অনেক লম্বা।

গ) সর্বনাম — বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়। সে, তার, তাদের ইত্যাদি।

ঘ) অব্যয় — লিঙ্গ-বচন-কাল-পুরুষ ইত্যাদি পাঁটে গেলেও যে সব পদের কোনও পরিবর্তন হয় না। যেমন — কিন্তু, যেমন, তেমন, এবং।

ঙ) ক্রিয়া — কোন কাজ করা বোঝায়। যেমন — খাওয়া, ঘুমানো, পড়া, লেখা ইত্যাদি। তবে বাক্যে একাধিক ক্রিয়া থাকতে পারে, কিন্তু অবশ্যই একটি ক্রিয়াপদ থাকবে যার দ্বারা কাজ সম্পূর্ণ বোঝাবে এবং বাক্য সম্পূর্ণ হবে। যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় না তাকে ‘অসমাপিকা ক্রিয়া’ বলে এবং যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় তাকে ‘সমাপিকা ক্রিয়া’ বলে। উপরের বাক্যে ‘ঘুম’ অসমাপিকা ক্রিয়া’ এবং ‘উঠি’ সমাপিকা ক্রিয়া’।

বাক্য

আমরা সাধারণত বলে থাকি — কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে ‘বাক্য’ বলে।

‘বাক্যে’র এই পরিচয়টি সঠিক নয়। একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, উপরের দেওয়া ‘বাক্যে’র পরিচয়টি কতটা অসংগতিপূর্ণ। ব্যাখ্যা —

বাক্য	আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি।					
পদ	আমরা	প্রতিদিন	সকালে	ঘুম	থেকে	উঠি
পদের গঠন	আমি > আমরা — বহু বচন	প্রতি- দিন — উপসর্গ	সকাল+এ	ঘুম+০ - ক্রিয়া	থেকে	ওঠা > উঠি — নিত্য বর্তমান কাল ও ক্রিয়া

উপরের বাক্যটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো হল — আমরা প্রতিদিন সকাল (সকালে) ঘুমানো (ঘুম) থেকে ওঠা (উঠি)। অর্থাৎ শব্দগুলো সাজালেই বাক্য হচ্ছে না। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে ‘পদ’ গঠিত হয়, তা-ই বাক্যে পুরুষ-বচন-কাল অনুসারে মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করেছে। তাই বাক্য শব্দ দিয়ে নয়, পদ দিয়ে গঠিত হয়।

বাক্যে পদের ব্যবহার লক্ষণীয় —

ক) মনের ভাবটি বাস্তব সম্মত কি-না? যেমন —

অবাস্তব — গোরু আকাশে ওড়ে। - এই বক্তব্যটি বাক্য হয়নি।

বাস্তব সত্য — পাখি আকাশে ওড়ে। - এই বক্তব্যটি বাক্য।

খ) যে পদের পদ যে পদ বসবে সেই ক্রম ঠিক রাখতে হয়। যেমন —

বক্তব্য — ওড়ে আকাশে পাখি — বাক্য হয়নি।

বক্তব্য — পাখি আকাশে ওড়ে — বাক্য হয়েছে।

গ) বক্তব্যটি সম্পূর্ণ করা বা শোনার ইচ্ছা। যেমন —

বক্তব্য — পাখি আকাশে — বাক্য হয়নি।

বক্তব্য — পাখি আকাশে ওড়ে — বাক্য হয়েছে।

.....

আগামী ক্লাসে বাংলা ভাষার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করব।